২৩.৯ মূলপাঠ-৩ : উচ্চরাণের কয়েকটি স্বভাব

উচ্চারণের প্রক্রিয়া শুরু হয় ধ্বনির উচ্চারণ থেকে, এটা আপনারা জেনেছেন। তবে, ছন্দের হিসেব শুরু হয় দলের (অক্ষরের) উচ্চারণ আর উচ্চারণ-বিরতি থেকে—দলের মাত্রাগোনা আর যতি থেকে। দলের মাত্রা ১ না ২, ক-মাত্রার পর কতটুকু থামব—এর ওপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে ছন্দের চরিত্র। অথচ, বাংলা কবিতা উচ্চারণের এমন কয়েকটি স্বভাব রয়েছে, যা দুদিক থেকেই ছন্দের এই চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। দলের উচ্চারণ কখনো হয় কেটে কেটে, কখনো টেনে টেনে, কখনো বাড়তি ঝোঁক দিয়ে, উচ্চারণ হয় কখনো সুর টেনে, কখনো একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে। উচ্চারণের এই কটি স্বভাব বোঝার জন্য ৬টি পরিভাষার পরিচয় প্রথম এককের এই অংশে তুলে ধরা হচ্ছে।

২৩.৯.১ সংশ্লেষ, বিশ্লেষ

দলের বা অক্ষরের মাত্রা চিনতে গিয়ে জেনেছেন 'কেটে কেটে' আর 'টেনে টেনে' উচ্চারণের কথা। কেটে কেটে উচ্চারণে দল হয় ছোটো বা হ্রস্ব, মাত্রা যায় কমে (১-মাত্রা), আর, টেনে টেনে উচ্চারণে দল হয় একটু বড়ো বা দীর্ঘ, মাত্রা যায় বেড়ে (২-মাত্রা)। এই হ্রস্ব বা দীর্ঘ হওয়া দলের একটি স্বভাব, এবং তা ধরা পড়ে উচ্চারণ করার সময়। মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষর) মূল স্বভাব হ্রস্ব উচ্চারণ, রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষর) দীর্ঘ উচ্চারণ। সেই কারণেই, মুক্তদলের স্বাভাবিক উচ্চারণ ২-মাত্রায়। হ্রস্ব উচ্চারণে দলের হয় সংকোচন, দীর্ঘ উচ্চারণে প্রসারণ। মুক্তদলের উচ্চারণে সংকোচনটাই স্বাভাবিক, ১-মাত্রাও প্রায় নির্দিষ্ট। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই তার প্রসারণও হয়, তখন তার উচ্চারণ হয় ২-মাত্রায়। যেমন—

১ ১	১ ১	২ ২
হাঁটি	হাঁটি	পা পা

এখানে 'হাঁটি হাঁটি'-র ৪-টি মুক্তদলের উচ্চারণই হ্রস্ব, সংকুচিত, মাত্র-ও ৪-টি। কিন্তু, 'পা পা' ২টি মুক্তদলেরই দীর্ঘ প্রসারিত উচ্চারণ, মাত্রা ২+ ২= ৪। মুক্তদলের এ-রকম প্রসারণ আপনারা লক্ষ করবেন ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব কবিতায়, জনগণমনঅধিনায়ক-সংগীতে, আরো দুটি-একটি আধুনিক কালের কবিতায়।

অন্যদিকে, রুদ্ধদলের স্বাভাবিক উচ্চারণ দীর্ঘ বা প্রসারিত হলেও আবশ্যকমতো এর সংকোচনে বাধা নেই। আপনারা ক্রমে ক্রমে দেখবেন, কোনো কবিতার উচ্চারণে প্রতিটি রুদ্ধদল পায় ২-মাত্রা, কোনো কবিতায় ১-মাত্রা, আবার কোনো কবিতার একই স্তবকে একটি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, আর-একটিতে ২-মাত্রা। যেখানে রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, সেখানে তার হ্রস্ব উচ্চারণ, সেখানে তার সংকোচন ; যেখানে রুদ্ধদলে ২-মাত্রা, সেখানে তার দীর্ঘ উচ্চারণ, সেখানে তার প্রসারণ। বাংলা কবিতায় রুদ্ধদলের এই সংকোচন-প্রসারণ অত্যন্ত ব্যাপক—এটা ক্রমশ

লক্ষ করবেন। উচ্চারণে এই সংকোচনের নাম সংশ্লেষ, আর প্রসারণের নাম বিশ্লেষ। অতএব, এখানে 'সংশ্লেষ' এর অর্থ রুদ্ধদলের হ্রস্ব উচ্চারণ, আর 'বিশ্লেষ'-এর অর্থ রুদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণ। নীচের তিনটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন—

	১ ২	২ ১	১ ১	১ ২ ১	১ ১ ২	২	১ ১		
১.	রাজার্	হস্ত্	করে	সমস্ত	কাঙালের	ধন্	চুরি	‖	=৬+৬ +৬ +২
	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১		
২.	আঁধার	রাতে	বাধার্	পথে	যাত্রা	নাঙ্গা	পায়্	‖	=৪+৪ +৪ +১
	১ ১ ১ ১	১ ১ ২	১ ১ ২	১ ১					
৩.	ভালোমন্দ	দুক্খ-সুখ্	অন্ধকার্	আলো	‖	=৪+৪ +৪ +২ (প্রবোধচন্দ্র)			

১ম উদাহরণে প্রতিটি রুদ্ধদলে (হলন্ত অক্ষর) ২-মাত্রা ; অর্থাৎ, প্রতিটি রুদ্ধদলেরই বিশ্লেষ, ২য় উদাহরণে প্রতিটি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, অর্থাৎ, প্রতিটি রুদ্ধলেরই সংশ্লেষ ; ৩য় উদাহরণে মন্ দুখ্ অন্—এই ৩টি রুদ্ধদলের ১-মাত্রা—এদের সংশ্লেষ, আর, সুখ্ কার্ ২-মাত্রার এদের বিশ্লেষ।

২৩.৯.২ শ্বাসাঘাত, প্রস্বর

বিনুর বয়স | তেইশ তখন | রোগে ধর্‌ল | তারে
ওষুধে ডাক্ | তারে
ব'াধির্ চেয়ে | আধি হল | বড়ো

ওপরের স্তবক থেকে প্রতিটি পর্ব একটা একটা করে উচ্চারণ করে দেখুন—

প্রতি পর্বের প্রতিটি হলন্ত অক্ষরের (রুদ্ধদলের) উচ্চারণে একটু বাড়তি ঝোঁক পড়ছে অন্য অক্ষরের দলের তুলনায়। প্রতিটি অক্ষরেই থাকে একটি করে স্বরধ্বনি। অমূল্যধনের মতে, পর্বের অন্তর্গত কোনো অক্ষরের স্বরধ্বনির উচ্চারণ অন্য অক্ষরের স্বরধবেনির তুলনায় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলেই ঐ অক্ষরের ওপর বাড়তি ঝোঁক পড়ে। এরকম ঝোঁকের নাম তিনি দিলেন **শ্বাসাঘাত**। অমূল্যধনের বিচারে 'শ্বাসাঘাত' বিশেষ এক শ্রেণির কবিতার স্তবকের প্রতি পর্বেই থাকবে, থাকবে প্রতিটি হলন্ত অক্ষরের ওপর। তবে যে পর্বে হলন্ত অক্ষর নেই, সেখানে তা পড়বে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরের (মুক্তদলের) ওপর। ওপরের স্তবকটিতে মোটা হরফে দেখানো প্রতিটি হলন্ত অক্ষরেই পড়ছে বাড়তি ঝোঁক বা 'শ্বাসাঘাত'। লক্ষ করুন, ছত্রশেষের অপূর্ণপর্বে ('তারে' 'তারে' 'বড়ো') আর শেষ ছত্রের দ্বিতীয় পর্বে ('আধি হল') হলন্ত অক্ষর নেই, কিন্তু ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত আছে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে।

প্রবোধচন্দ্রও দলের উচ্চারণে ঝোঁকের কথা মানেন। তবে তাঁর বিচারে সে-ঝোঁক তীব্র হয়ে পড়ে কেবল পর্বের প্রথম দলে। এই ঝোঁকের নাম প্রস্বর। পর্বের শেষে দিকে দুর্বল ঝোঁকের ঘা থাকলেও তার গুরুত্ব কম। প্রবোধচন্দ্রের উচ্চারণে ওপরের স্তবকটিতে 'প্রস্বর' পড়বে *বি তে রো তা ও তা ব্যা আ ব*—এইসব মুক্তদলের ওপর, পর্বের প্রথম দল হবার কারণে। যেকোনো শ্রেণির কবিতার স্তবকেই 'প্রস্বর' থাকবে পর্বের প্রথম দলে।

তাহলে, 'শ্বাসাঘাত' আর 'প্রস্বরে'র মধ্যে মিল শুধু এইটুকু—উচ্চারণের এই দুটি স্বভাবই আসলে কোনো অক্ষর বা দলের ওপর বাড়তি ঝোঁক পড়া। আর, গরমিল এই—'শ্বাসাঘাত' পড়ে বিশেষ এক শ্রেণির কবিতার স্তবকে, প্রতি পর্বের প্রতিটি হলন্ত অক্ষরে (রুদ্ধদলে), পর্বে হলন্ত অক্ষর না-থাকলে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরে (মুক্তদলে)। কিন্তু, 'প্রস্বর' পড়ে যেকোনো শ্রেণির কবিতার স্তবকে, প্রতি পর্বের কেবল প্রথম দলে (মুক্ত বা রুদ্ধ যা-ই হোক)।

২৩.৯.৩ তান, মিল

মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে বাংলা কবিতা পাঠের এমন একটি বিশেষ রীতি, যেখানে অক্ষরের (দলের) উচ্চারণ হতে হতে অক্ষরের অন্তর্গত ধ্বনির সঙ্গে মিশে থাকে অথবা ধ্বনিকে ছাপিয়ে উঠতে থাকে একটা টানা সুর। একালে অবশ্য সে-রীতির পাঠ অনেক কবিতার পক্ষেই অচল। তবু, বিশেষ এক-শ্রেণির কবিতার চরণ উচ্চারণ করতে গিয়ে অমূল্যধন এইরকম একটা সুরের টান লক্ষ করেছিলেন। সুরের এই টানটুকু তিনি বোঝাতে চাইলেন সংগীত থেকে তুলে-আনা তান কথাটি দিয়ে। অক্ষরের পর অক্ষরের উচ্চারণ যখন চলতে থাকে, তখন শ্রোতার কানে যেন চলতে থাকে ধ্বনির একটা প্রবাহ। নীচের দুটি ছত্র পড়ে পড়ে লক্ষ করুন কোথায় 'তান' আছে, আর কোথায় নেই ঃ

	১ ১ ১ ১ ২		১ ১	১ ১ ১		১ ২	
১.	মহাভারতের্		কথা	অমৃত		সমান্ ‖	= ৮ + ৬
	১ ১ ১	১ ১ ১	১ ১	১ ২ ১ ২		১ ১ ২	
২.	একথা	জানিতে	তুমি	ভারত্-ঈশ্শর		শাজাহান ‖	= ৮ + ১০

দেখা যাচ্ছে, ২টি চরণেই রয়েছে ২টি করে পর্ব। প্রথম পর্বের পথ ধরে ধ্বনির প্রবাহ চলতে থাকে দ্বিতীয় পর্বের দিকে। দুটি পর্বের মাঝখানে থাকা যতির জায়গায় ধ্বনির উচ্চারণ থেমে গেলেও একটু সুর কিন্তু থেকেই যায়। এই সুর বা তান পর্বদুটিকে যুক্ত করে ফেলে এবং দ্বিতীয় পর্বের ধ্বনির সঙ্গে মিশে যায়। রেশ থেকে যায় শ্রোতার মনে, চরণ শেষ হবার পরেও।

বাংলা ছন্দের আলোচনায় মিল-এর বিশেষ করে অন্ত্যমিলের গুরুত্ব ছান্দসিকেরা স্বীকার করে থাকেন। মিল হচ্ছে আসলে স্তবকের মাঝখানে একই ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের পৃথক্ পৃথক অবস্থানে ফিরে ফিরে আসা। একই ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি দুটি পর্বের শেষে হতে পারে, দুটি পদের শেষে হতে পারে, দুটি পঙ্ক্তি

বা চরণের শেষেও হতে পারে। পর্ব-পদ-পঙ্‌ক্তি-চরণ যায় শেষেই হোক, মিলটা শেষে থাকে বলে তার চলতি নাম অন্ত্যমিল—পর্বান্ত্য পঙ্‌ক্তি-অন্তক চরণান্ত্য মিল। নীচের দৃষ্টান্ত-কটি লক্ষ করুন—

১. পর্বান্ত্য মিল ঃ রণধারা বাহি | জয়গান গাহি | উন্মাদ কর | রবে

২. পদান্ত্য মিল ঃ পালিবে যে | রাজধর্ম || জেনো তাহা | মোর কর্ম ||
রাজ্য লয়ে | রবে রাজ্য | হীন

৩. পঙ্‌ক্তি-অন্তক মিল ঃ ওরে কবি | সন্ধ্যা হয়ে | এল
কেশে তোমার | ধরেছে যে | পাক
বসে বসে | উর্ধ্ব-পানে | চেয়ে ||
শুনতেছ কি | পরকালের | ডাক

৪. চরণান্ত্য মিল ঃ ঝর্ণা ঝর্ণা | সুন্দরী ঝর্ণা ||
তরলিত চন্দ্রিকা | চন্দন বর্ণা ||

প্রথম দৃষ্টান্তে প্রথম-দ্বিতীয় পর্বের শেষে 'বাহি-গাহি'-তে 'আহি' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি, তা থেকে পেলেন পর্বান্ত্যমিল। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে প্রথম-দ্বিতীয় পদের শেষে 'ধর্ম-কর্ম'-তে 'অর্‌ম' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি, পাওয়া গেল পদান্ত্যমিল। তৃতীয় দৃষ্টান্তে পঙ্‌ক্তিদুটির শেষে 'পাক-ডাক'-এ 'আক্' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে তৈরি হল পঙ্‌ক্তি-অন্তক মিল। সবশেষে চতুর্থ দৃষ্টান্তে চরণদুটির শেষে 'ঝর্ণা-বর্ণা'-তে 'অর্‌ণা' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি এনে দিল চরণান্ত্য মিল।

২৩.১০ সারাংশ-৩

সংশ্লেষ, বিশ্লেষ ঃ

কেটে কেটে উচ্চারণের হ্রস্ব হওয়া, আর টেনে টেনে উচ্চারণে দীর্ঘ হওয়া দল বা অক্ষরের একটি স্বভাব। হ্রস্ব উচ্চারণে হয় দলের সংকোচন এবং ১-মাত্রা, দীর্ঘ উচ্চারণে হয় দলের প্রসারণ এবং ২-মাত্রা। মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষর) উচ্চারণে সংকোচনই স্বাভাবিক এবং ১-মাত্রায় প্রায় নির্দিষ্ট। কোনো কোনো কবিতায় মুক্তদলের উচ্চারণে ঘটে প্রসারণ, তখন তার ২-মাত্রা।

রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষর) উচ্চারণে প্রসারণই স্বাভাবিক, তখন তার ২-মাত্রা। তবে, সংকোচনে বাধা নেই, তখন রুদ্ধদলের ১-মাত্রা। রুদ্ধদলের উচ্চারণে এই সংকোচনের নাম 'সংশ্লেষ', প্রসারণের নাম 'বিশ্লেষ'। অর্থাৎ-এর অর্থ রুদ্ধদলের হ্রস্ব উচ্চারণ, 'বিশ্লেষ'-এর অর্থ রুদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণ।

শ্বাসাঘাত, প্রস্বর ঃ

পর্বের মাঝখানে কোনো অক্ষরের (দলের) স্বরধ্বনি অন্য অক্ষরের তুলনায় বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলে সেই অক্ষরের ওপর যে বাড়তি ঝোঁক পড়ে, তাকে অমূল্যধন বলেন 'শ্বাসাঘাত'। বিশেষ এক শ্রেণির

কবিতার স্তবকে পর্বের প্রতিটি হলন্ত অক্ষরের (রুদ্ধদলের) ওপর, হলন্ত অক্ষর না-থাকলে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষত্ররের (মুক্তদলের) ওপর 'শ্বাসাঘাত' পড়ে।

প্রবোধচন্দ্রের মতে, যে কোনো কবিতার স্তবকে প্রতি পর্বের প্রথম দলের ওপর যে তীব্র ঝোঁক পড়ে, তার নাম 'প্রস্বর'।

তান, মিল ঃ

বিশেষ এক শ্রেণির কবিতায় চরণের উচ্চারণে শ্রোতার কানে চলতে থাকে ধ্বনির প্রবাহ, চরণ শেষ হবার পরেও সুরের রেশ থেকে যায় শ্রোতার মনে। সুরের এই টানটুকুকে অমূল্যধন বলেন 'তান'। একই স্তবকের মাঝখানে পৃথক পৃথক পর্ব চরণ পদ বা পঙ্‌ক্তির শেষে একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের ফিরে ফিরে আসাকে বলে মিল।

২৩.১১ অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২৩ এককে উল্লিখিত উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে লিখুন ঃ

তান, মিল।

(খ) পার্থক্য কী, বুঝিয়ে দিন ঃ

শ্বাসাঘাত আর প্রস্বর, সংশ্লেষ আর বিশ্লেষ।

২. সঠিক ছন্দবিভাগ করে পর্বান্ত্য পদান্ত্য পঙ্‌ক্তি-অন্তক আর চরণান্ত্যক মিলের ১টি করে দৃষ্টান্ত দিন।

৩. (ক) দলগুলিকে পৃথক করুন, দলের মাথায় মাত্রা বসান, যতিচিহ্ন দিয়ে পর্ব-বিভাগ করুন, সঠিক মাত্রার ওপর শ্বাসাঘাত-চিহ্ন বসিয়ে দিন ঃ

i) এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর
তারি মধ্যে বসে আছেন শিবু সদাগর

ii) ময়রা মুদি চক্ষু মুদি
পাটায় বসে ঢুলছে কসে

iii) আর কেঁদো না আর কেঁদো না ছোলাভাজা দেব
আবার যদি কাঁদ তবে তুলে আছাড় দেব

iv) মেঘের উপর, মেঘ করেছে রঙের উপর রঙ

(খ) দলের মাথায় মাত্রা বসান, যতিচিহ্ন দিন, সঠিক মাত্রার ওপর প্রস্বর-চিহ্ন বসিয়ে দিন ঃ

i) কোথায় ফলে সোনার ফসল সোনার কমল ফোটে রে

ii) সবমুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে

iii) রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি

iv) হে আদিজননী সিন্ধু বসুন্ধরা সন্তান তোমার

২৩.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ নূতন ছন্দ-পরিক্রমা (১৯৮৬)

২. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (১৯৮৩)

৩. পবিত্র সরকার ঃ ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ (১৯৯৯)

প্রাথমিক পর্যায়ের পরিভাষা	প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ নূতন ছন্দ-পরিক্রমা	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র	পবিত্র সরকার ঃ ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ
ছন্দ	পৃ-২৪০-৪২	পৃ-২১-২২	পৃ-৯-১৫
বর্ণ	পৃ-১, ২৪-২৭, ২৬০	পৃ-২৩-২৪	পৃ-৩০-৩৩
ধ্বনি	পৃ-২৪-২৭, ২৬৫-৬৭,৩০৫	পৃ-২৩-২৪	পৃ-৩০-৩৩
অক্ষর	×	পৃ-৫,১৪,১৫,২২-২৩,১৬৭	×
দল	পৃ-১,২৭-২৯, ২৪৫-৪৬,	×	পৃ-৩৪-৩৭
মাত্রা	পৃ-১,২৬১	পৃ-৫, ৭, ৩১	পৃ-২৪-২৬
কলা	পৃ-১, ২৩৬-৩৭	×	পৃ-৮৭-৮৮
ছেদ	×	পৃ-৭, ২৪-২৭, ১৪১-৪৭	পৃ-৪০-৪১
যতি	পৃ-৯, ১৬-১৭, ২৬৯-৭০	পৃ-১-৩, ২৭-২৮	পৃ-৪০, ৪১
পর্ব	পৃ-৯৫-১১১, ২৫২-৫৩	পৃ-২৭-২৮	পৃ-৪১-৪৮
পদ	পৃ-১১১-২১, ২৪৯	×	পৃ-৫২-৫৯
পর্বাঙ্গ	×	পৃ-৯-১২, ৩০, ৩১,৫২	×
উপপর্ব	পৃ-৯৪-৯৫, ২৩৫-৩৬	×	পৃ-৪৮
চরণ	×	পৃ-১, ৬৭, ৬৮	×
পঙ্ক্তি	পৃ-১২১-৬৫, ২৪৭-৪৮	×	পৃ-৫৯-৬০
স্তবক	পৃ-১৬৫-৭০	পৃ-৬৮,৬৯,৮১-৮৪	×
শ্লোক	পৃ-১৬৫-১৭০	×	×
শ্বাসাঘাত	×	পৃ-৪৪-৫০	×
প্রস্বর	পৃ-৮-৯, ১৫,২৫৭-৫৮	×	পৃ-৬০-৬১
সংশ্লেষ	পৃ-২৬০, ২৯৬	×	×
বিশ্লেষ	পৃ-২৬০	×	×
তান	×	পৃ-১০০	×
মিল	পৃ-৫৫-৬৩,২৬৪	পৃ-৬৯	পৃ-১৩৯-৪৫